যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৩৫

১/ বিবিধ

আরবী

طاعة المرأة ندامة

موضوع

رواه ابن عدي (ق 308 / 1) عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان، عن أم سعد بنت زيد بن ثابت عن أبيها مرفوعا
أورده في ترجمة عنبسة هذا وقال: وله غير ما ذكرت، وهو منكر الحديث
قلت: وقال أبو حاتم كان يضع الحديث، وأما عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي فقال ابن عدي (2 / 290)
لا بأس به، إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين
قلت: وعلى هذا جرى من بعده من المحققين، وقد ضعفه بعضهم
والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 272) من رواية ابن عدي هذه وقال: لا يصح، عنبسة ليس بشيء، وعثمان لا يحتج به
وروى الحديث عن عائشة بلفظ: طاعة النساء ندامة
أخرجه العقيلي (ص 381) وابن عدي (ق 156 / 1) والقضاعي (ق 12 / 2) والباطرقاني في " حديثه " (168 / 1) وابن عساكر (15 / 200 / 2) عن محمد ابن سليمان بن أبي كريمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا، وقال العقيلي: محمد بن سليمان حدث عن هشام ببواطل لا أصل لها، منها هذا الحديث،

وقال ابن عدي: ما حدث بهذا الحديث عن هشام إلا ضعيف، وحدث به عن هشام خالد ابن الوليد المخزومي، وهو أضعف من ابن أبي كريمة
وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي كعادته، فذكر في " اللآليء " (2 / 174) أن له طريقين آخرين عن هشام، وشاهدا من حديث أبي بكرة، لكن في أحد الطريقين خلف بن محمد بن إسماعيل، وهو ساقط الحديث، كما تقدم عن الحاكم في الحديث (422) ، وقد أخرجه من هذه الطريق أبو بكر المقري الأصبهاني في " الفوائد " (12 / 192 / 2) وأبو أحمد البخاري في جزء من حديثه (2 / 1)
وفي الطريق الأخرى أبو البختري واسمه وهب بن وهب وضاع مشهور
وأما الشاهد، فهو مع ضعف سنده مخالف لهذا اللفظ، وهو الآتى بعده
وفاته شاهد آخر، أخرجه ابن عساكر (5 / 327 / 2) من حديث جابر مرفوعا باللفظ الأول، وفيه جماعة لا يعرفون، وعلي بن أحمد بن زهير التميمي
قال الذهبي: ليس يوثق به، وأما الشاهد عن أبي بكرة فهو: (الأتي)

বাংলা

৪৩৫। নারীর আনুগত্য করা হচ্ছে লজ্জিত হওয়ার নামান্তর।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু আদী (কাফ ৩০৮/১) উসমান ইবনু আবদির রহমান তারায়েফী তিনি (ইবনু আদী) আম্বাসার জীবনীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ তার উল্লেখিত হাদীসটি ছাড়াও আরো হাদীস রয়েছে। তিনি হচ্ছেন মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি, আবু হাতিম বলেনঃ তিনি হাদীস জাল করতেন। তবে উসমান ইবনু আবদির রহমান সম্পর্কে ইবনু আদী (২/২৯০) বলেনঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তিনি একদল মাজহুল বর্ণনাকারী হতে আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সে সব আশ্চর্যগুলো মাজহুল বর্ণনাকারীদের পক্ষ হতে। এ কারণেই তাকে কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনুল জাওয়ী হাদীসটিকে তার “আল-মাওযু’আত” গ্রন্থে (২/২৭২) ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীসটি সহীহ নয়। আম্বাসা কিছুই না আর উসমান দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আয়েশা (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষায়ঃ طاعة النساء ندامة ’নারীর আনুগত্য করা হচ্ছে

লজ্জিত হওয়ার নামান্তর।' এটি উকায়লী (পৃ. ৩৮১), ইবনু আদী (কাফ ১/১৫৬), কাযাঈ (কাফ ১২/২), বাতেরকানী তার "আল-হাদীস" গ্রন্থে (১/৬৮) এবং ইবনু আসাকির (১৫/২০০/২) মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান ইবনে আবী কারমা হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে ... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর উকায়লী বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান হিশাম হতে এমন সব বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এটি সেগুলোর একটি।

ইবনু আদী বলেনঃ এ হাদীসটি হিশাম হতে দুর্বল ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। এ হাদীসটি হিশাম হতে খালেদ ইবনু ওয়ালীদ মাখযুমী বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনু আবী কারমা হতেও বেশী দুর্বল।

সুয়ূতী অভ্যাসগতভাবে "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৭৪) তার (ইবনুল জাওয়ীর) সমালোচনা করে বলেছেনঃ হিশাম হতে এটির আরো দুটি সূত্র রয়েছে এবং আবু বাকরার হাদীস হতে একটি শাহেদ আছে।

কিন্তু একটি সূত্রে খালাফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল রয়েছেন। তিনি সাকেতুল হাদীস (তার হাদীস নিক্ষিপ্ত)। যেরূপ হাকিম হতে ৪২২ নং হাদীসে এসেছে। অন্যটিতে আইউব বুখতারী রয়েছেন। তার নাম ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব যিনি প্রসিদ্ধ জালকারী।

আর শাহেদটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য হাদীসটির ভাষা বিরোধী। সেটি আগত হাদীসটি। এছাড়া আরো একটি শাহেদ তার নিকট হতে ছুটে গেছে। যেটিকে ইবনু আসাকির (৫/৩২৭/২) জাবের (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে একদল অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68020

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন